আজকের কাগজ
তারিখ 19 OCT 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৬

অভিমত

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ গিনিপিগ চর্চার নয়া স্টাইল

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আর সমস্ত মতামতের শেষ পরিণতিই নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তে উপনীত। কেরানী তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার যুগোপযোগী করে প্রবর্তনের দাবী আর আকাঙ্খা দীর্ঘদিনের; কিন্তু সেই আকাঙ্খা আর পূরণ হয় না। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কে নেবে শিক্ষাকে যথার্থ মানুষ তৈরির মাধ্যমরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব। যে শর্ষের ভূত তাড়াবে সেই শর্ষেই স্বয়ং ভূত হয়ে বসে আছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্ত অরাজকতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দায়ী করা আমাদের একটা সামাজিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। ছাত্ররা পড়াশোনার চাইতে অন্যদিকে মনোযোগী, ছাত্ররা পড়ে না, দলাদলি-রাজনীতিতে ব্যস্ত, এমন হাজারো অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্র সমাজ অথচ একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এর নেপথ্যে প্রায়শই রয়ে গেছে অন্য কেউ, ছাত্ররা ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু দাবার ঘুঁটি হিসেবে। ছাত্রদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়দা তুলছেন অন্য কেউ।

ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী নয়-এই বিষয়টিকে বিবেচনায় ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সালের অনুষ্ঠিতব্য এস, এস, সি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক টাইপ প্রশ্ন পদ্ধতির প্রণয়ন করেছে। এ লক্ষ্যে দু' বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮৯ সালেই নতুন সিলেবাস এবং পাঠ্যক্রমও চালু করে। ১৯৯০ সালেই এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য বোর্ড একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্স একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে নমুনা হিসেবে। যা দেখে দেশের সমস্ত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের কথা। প্রণীত নমুনাপ্রশ্নটি ছিল প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দেওয়া। তারা যাতে তাদের মূল বই খুব মনোযাগসহ পাঠ ও রপ্ত করে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্কুলগুলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাস অনুসরণ করে পড়াশোনা করাতে বলা হয়। কারণ সিলেবাস অনুসরণে পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করা হবে এ রকমই ছিল কথা। কিন্তু ঐ যে শুরুতেই শর্ষের ভূতের কথা উল্লেখ করেছি সেই শর্ষের ভূতের কল্যাণে শেষ পর্যন্ত বোর্ড নতুন সার্কুলার জারি করেছে। ছেলেরা এতোদিন তাদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করে এসে বোর্ডের নতুন সার্কুলারের ফলে পরীক্ষা বিষয়ে নতুন করে তৈরি হতে বাধ্য হচ্ছে। বোর্ড তার সাম্প্রতিক সার্কুলারে জানিয়েছে "পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার গঠিত টাস্কফোর্স প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী হতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করা হবে (টাস্কফোর্স প্রণীত "প্রশ্ন ব্যাংক" পুস্তকাকারে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে)।" (ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি নং ৩৭২/ মাধ্য-পরি/২৭৯ (৪০০০) তাং ১০.১০.১৯৯১ ইং নং ১৭) এই একই বক্তব্য আরেকটি বোর্ডের চিঠিতে আরো সুনির্দিষ্টতা আরোপ করে জানানো হয়েছে যে, "টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রতি বিষয়/পত্রের যে প্রশ্নাবলী প্রণীত হয়েছে (যাহাকে প্রশ্ন ব্যাংক বলা হয়) এবং যাহা পুস্তিকাকারে বিভিন্ন অধিভুক্ত মাধ্যমিক স্কুলে প্রেরিত হয়েছে কেবলমাত্র উক্ত প্রশ্নাবলীর মধ্যে থেকে (প্রশ্ন ব্যাংক থেকে) পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।" (রাজশাহী বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি নং মাধ্য-১৪/পনি তাং ১৯.৯.৯১ইং নং ৭)। এই বিজ্ঞপ্তির সরল এবং সহজ অর্থ হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের সিলেবাস সম্পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা এখন প্রশ্ন ব্যাংকের শরণাপন্ন হলেই হবে। অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কারের যে ডামাডোল এতোদিন ধরে বাজানো হলো তার শেষ পরিণতি হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংকের "নমুনা প্রশ্ন"। "নমুনা প্রশ্ন" হিসেবে প্রণীত প্রশ্নাবলীই হয়ে দাঁড়ালো সিলেবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা মূল ভিত্তি— বোর্ডের সার্কুলারের ফলে ছাত্রদের আর সিলেবাস অনুসরণের কি কোন প্রয়োজন থাকবে? আর এজন্যেও কি দায়ী করা হবে ছাত্রদের? নিশ্চয়ই ছাত্ররা এজন্যে দায়ী নয়। তাহলে নেপথ্যে কাদের কারসাজি? এই ধরনের সিদ্ধান্ত কারো না কারো স্বার্থোদ্ধারের জন্য তো বটেই। গোল্লায় যাক শিক্ষা আর তার ছাত্রসমাজ গোল্লায় যাক শিক্ষা সংস্কার— কে লাভ তুলতে পারবে সেটাই বড়ো কথা। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত লাভ-অর্জনের নিরঙ্কুশ মাধ্যমরূপে বিবেচনার ফলেই আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুণ হালত। আর এজন্য দায়ী মাত্র গুটিকয়েক মুনাফালোভী লোক। অথচ লোক। অথচ আমরা ভূত তাড়াতে সেই সব ভূতুড়ে শর্ষেরই শরণাপন্ন। যারা একই সঙ্গে লক্ষ্মী আর সরস্বতী পূজায় বলির পাঁঠা করছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও 'শিক্ষা ব্যবস্থাকে। শুধু নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, মুনাফা অর্জনের জন্যে। ইতিপূর্বে তারাই বই নয় নোট বইয়ের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল শিক্ষার্থীদের। তারাই এখন সিলেবাস নয় প্রশ্নব্যাংক নির্ভর করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে মাত্র।

একই সঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং নোট বইয়ের ব্যবসায়ী হলে শিক্ষার অবস্থা বানরের পিঠাভাগের 'পিঠা' হয়ে দাঁড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। মাঝখান থেকে ছাত্রদেরকে গিনিপিগরূপে ব্যবহার করছেন এই পিঠা উদরস্থকারী শিক্ষাবিদেরা।

এই স্টাইলের অবসান কাম্য। সংস্কারের নামে কু-সংস্কার অবশ্য পরিত্যাজ্য।

তত মাহমুদ, এলিফেন্ট রোড ঢাকা।